শ্রীগোপীনাথ কবিরাজের পত্রাবলী

গুরুভ্রাতা মনীষী শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয় যিনি শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেবের (গন্ধবাবা) জীবনীকার ছিলেন, তাঁহাকে মহামহোপাধ্যায় ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ কর্ত্তৃক লিখিত পত্রাবলী। পত্রাবলীতে কখনো কখনো জ্ঞানগঞ্জের ভাষা ও শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

পত্র নং (১২)

শ্রীশ্রীদুর্গা

বেনারস

১২-৬-৪৫ (রাত্রি)

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

আশাকরি আপনার নিকট আমার প্রথম, দুইখানা পত্র পৌঁছিয়াছে।

ছোটদিদির অবস্থা দ্রুতবেগে অদ্ভুত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়া চলিয়াছে। কৃপাহীন যোগ যে কি অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার তাহা আপাততঃ তাহার মধ্য দিয়াই বুঝিতে পারা যায়।

কৃপাহীন পথে ১০৩ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সমগ্র বিশ্বের উপর কৃপাহীনের প্রভাব পতিত হইয়াছে। কৃপাপথ এখনও তেমনি আছে সব। কিন্তু চরম গতিহীন বলিয়া অর্থাৎ যাহার যেখানে পরাস্থিতি সে এখন সেখানে যাইতে পারিতেছে না। সবই কৃপাহীন মহাশূন্য প্রদেশে জমা হইতেছে। অবশ্য জীব তাহা বুঝিতে পারিতেছে না। কিন্তু দ্রষ্টার দৃষ্টিতে তো আর কিছু অগোচর থাকিতেছে না। সবই স্পষ্ট ধরা যাইতেছে। গত মহা-অনশনের সময়েই যখন ১০৫ পরদা খুলিতে থাকিল তখনই বুঝা গেল কালের গতি অবরুদ্ধ হইবার পূর্ব্ব সূচনা হইতেছে। যোগী এখনও জাগে নাই। জাগিবে যখন তখন ১০৩ হইতে ১০৫-এ প্রতিষ্ঠা হইবে। অখণ্ডযোগে এক ব্যতীত দুই নাই — হয়ও না। যোগী যখন জাগ্রত অর্থাৎ ১০৫-এ উন্নীত হইবে তখন সমগ্র জগতে অভাবনীয় সাড়া পড়িবে। সর্ব্বত্র, প্রতি হৃদয়ে, তীব্র অতৃপ্তির আর্তরোল জাগিয়া উঠিবে। যোগীতে চৈতন্যের বিকাশ কতকটা সম্পন্ন হইলেই এই ঘটনা ঘটিবে। তখন পথের সন্ধান মিলিবে। ১০৫ হইতে ১০৯ পর্য্যন্ত এই ব্যাপার চলিবে। বস্তুতঃ কৃপাশূন্য যোগীকে ১০৫ হইতে ৬,৭,৮ ভেদ করিয়া কৃপাযুক্ত যোগীর ন্যায় ১০৯-এ যেতে হইবে না। ১০৫ হইতেই তিনি ১০৯ কে প্রাপ্ত হইবেন। তারপর ৬,৭,৮ সংস্কারের প্রভাবে তাহার অন্তর্গত কার্য্য পড়িবে। যোগী ১০৫-এ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ''আধা'' যুক্ত হইবে ও ''আধাতে'' যে অনন্ত সম্পৎ অখণ্ডভাবে সঞ্চিত হইয়াছে তাহা ১০৫-এ স্থিত কৃপাহীন যোগীতে ক্রমশঃ assimilated হইতে থাকিবে। এই assimilation যেদিন পূর্ণ হইবে সেইদিনই ১০৯ ফুটিয়া উঠিবে। কৃপাহীন পথ নির্বিচারের পথ। ফলও নির্বিচার। ইহারই ফল পূর্ণব্রহ্মের আত্মপ্রকাশ। সাধনা দ্বারা, কৃপাযুক্ত যোগের দ্বারা যে সিদ্ধি বা প্রাপ্তি হয় ইহা সে প্রকার নহে। কারণ এই পথে চরমাবস্থায় একটি ক্ষুদ্র কীটও বাদ পড়িবে না। সকলেই পূর্ণ হইয়া পরিপূর্ণ ব্রহ্মস্বরূপে প্রকাশ পাইবে।

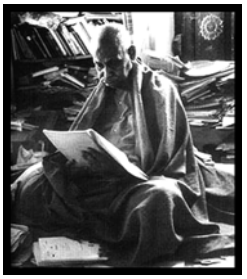

ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ

কৃপা পথে এই অঘটন ঘটিত হইলে যোগীর পক্ষে অর্থাৎ কৃপাযুক্ত যোগীর পক্ষে স্থূলদেহে ১০৮ হওয়া আবশ্যক। স্থূলে ১০৮ না হইলে স্থূলেই ১০৯ হওয়া আশাতীত। মোট কথা স্থূলে ১০৯ না হইলে গুরু যাহা চান তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহা কৃপাহীন পথে ও কৃপার পথে — উভয়খানেই হইতে পারে। দুই পথেই সুবিধা ও অসুবিধা আছে। কৃপাযুক্ত পথে অসুবিধা অধিক। এইজন্য আবহমান কাল হইতে কৃপার পথে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে কৃপা অর্থাৎ খণ্ড কৃপা মহাকৃপার বাধক হয়। যাঁহারা মহাপুরুষ, যাঁদের মধ্যে ভগবৎশক্তি জাগিয়া উঠে, তাঁহারা পূর্ণতালাভের পূর্ব্ব হইতেই কৃপাযুক্ত থাকেন, না করিয়া পারেন না। দুঃখ দেখিবামাত্রই দুঃখে হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠে। বাকি সঞ্চিত থাকে বলিয়া তাঁহারা শক্তি প্রয়োগ না করিয়া পারেন না। ফলে কৃপা করেন বটে, কিন্তু ভাণ্ডার অপবিত্র হয়। মহাকৃপার পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। একটু কণাকৃপাও কৃপাহীন মার্গে প্রতিবন্ধক বলিয়া গণ্য হয়। বিকারের উদ্দীপক কারণ সত্ত্বেও সেই বিকারের অনুৎপত্তি ধীরতা বা ধৈর্য্যের লক্ষণ, তদ্রূপ কৃপাহীন উদ্বোধক কারণ সামগ্রী সত্ত্বেও কৃপার উদ্রেক না হওয়ায় ইহাও ধৈর্য্যের লক্ষণ। এই জাতীয় ধৈর্য্য ভিন্ন আধারে কৃপা হয় না — মহাকৃপা তাহাতে খেলিতে পারে না। সর্ব্বভূতে ইহাই মহাকৃপার স্বরূপ। বস্তুতঃ কৃপাহীন পথেই ইহা সহজসাধ্য। এটি এক কথা। এখন যাহা বলিলাম — তাহা অন্যের প্রতি যোগীর কৃপা প্রদর্শনের দিক হইতে।

কিন্তু যোগী নিজেও কৃপা পথে স্থূলে থাকিয়া চরমাবস্থায় উঠিতে কষ্ট পান। কৃপা পথে যাহা কিছু উপলব্ধি বা অনুভূতির গোচর হয় তাহাতেই একটা প্রাপ্তিভাব আসিবার সম্ভাবনা থাকে বলিয়া ইহা যোগীকে খণ্ডিত করিয়া দেয়। এইজন্য ১০৮ পর্য্যন্ত উঠা স্থূল দেহ থাকিতে এত কঠিন হয়।

যোগী যখন ১০৯, জগৎ তখন ১০৮। অণু হইতে মহৎ পর্য্যন্ত সকলেই ১০৮। কৃপার পথে যোগী ১০৮ হইয়া পরে ১০৯ হন। তাই ইহা এত কঠিন। কৃপাহীন পথে অন্যধারা। ১০৫ হইতেই সাক্ষাদ্‌ভাবে ১০৯ হয়। ৬,৭ ও ৮ পরে ফুটিয়া উঠে। ইহার জন্যেই বর্তমান ক্ষেত্রে ''আধা'' আবশ্যক। ''আধা'' যেমন যেমন ক্ষীণ হয় তেমনি তেমনি যোগী পুষ্ট হয়। ''আধা'' যখন শূন্যতম, যোগী তখন পূর্ণতম। অন্যপ্রকারে বলা যাইতে পারে, যোগী ১০৫-এ প্রতিষ্ঠিত হইলে যে অনুপাতে ''আধা'' যোগীতে যুক্ত হইতে থাকে সেই অনুপাতে যোগী পূর্ণ হইতে থাকে। ইহাই পূর্ণবর্ণিত gradual assimilation। ১০৯-এ যোগী পূর্ণ। তখন ''আধা'' অদৃশ্য।

আবার পত্র লিখিব। শীঘ্র উত্তর দিবেন।

১৪/৬/৪৫

অপরাহ্ন

এইমাত্র আপনার কার্ড পাইলাম। অন্যান্য কথা কাল লিখিব। ইতি—

স্নেহার্থী গোপীনাথ

(শ্রীশ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্তের নাতজামাই
শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত মহাশয়ের
সৌজন্যে সংগৃহীত পত্রাবলী)